West Bengal State University

B.A./B.Sc./B.Com. (Honours, Major, General) Examinations, 2014

PART-III

বাংলা - সাম্মানিক

পঞ্চম পত্র

সময় : ৪ ঘন্টা পূর্ণমান : ১০০

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলি প্রশ্নমানের নির্দেশক ।
উত্তর যথাসম্ভব নিজের ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয় ।

১) গীতিকবিতা কাকে বলে ? এর বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন । গীতিকবিতার শ্রেণীবিভাগ করে বাংলা সাহিত্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ গীতিকবির রচনা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দাও । ৪ + ৪ + ৪ + ৮

অথবা

উদাহরণসহ যে কোনো দুটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করো । ১০ + ১০

ক) সনেট

খ) সাহিত্যিক মহাকাব্য

গ) আখ্যানকাব্য ।

২) 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা' পত্রে শকুন্তলা চরিত্র নির্মাণে মধুসূদনের মৌলিকতার পরিচয় দাও । ১৬

অথবা

'পরম অধর্মচারী রঘুকুল পতি'— বারবার উচ্চারিত এই অভিযোগ পৌরাণিক কৈকেয়ীকে কীভাবে প্রতিবাদী নারীতে পরিণত করেছে, 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র সংশ্লিষ্ট পত্রটি বিশ্লেষণ করে তা বুঝিয়ে দাও । ১৬

৩) "সোনারতরী' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের মানস ভাবনা বিশ্ব পৃথিবীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছে , আবার জীবনের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে" — পাঠ্য কবিতা অবলম্বনে মন্তব্যটির সার্থকতা বিচার করো । ১৬

অথবা

'সোনারতরী' কাব্যে'র 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায় মধুরহাসিনী নীরবভাষিণী নারীকে কবি কোন্ নিরুদ্দেশের পথে নিয়ে চলেছেন, কবিতাটি পর্যালোচনা করে তা বুঝিয়ে দাও । ১৬

৪) সঞ্চিতা কাব্যগ্রন্থের 'বিদ্রোহী' কবিতায় বাধাবন্ধনহীন যৌবনের যে উল্লাস ও প্রাণের আবেগ ধরা পড়েছে, কবিতাটি অবলম্বনে তা আলোচনা করো । ১৬

অথবা

সঞ্চিতা কাব্যগ্রন্থের 'অভিশাপ' কবিতাটি একটি সার্থক প্রেমের কবিতা — আলোচনা করো । ১৬

৫) 'সুচেতনা' কবিতাটি অবলম্বনে কবি জীবনানন্দ দাশের ইতিহাস চেতনার স্বরূপ নির্ণয় করো । ১৬

অথবা

'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' কবিতাটি বিষয়বস্তু ও শিল্প আঙ্গিকের নিরিখে কতটা সার্থক হয়েছে যুক্তিসহ আলোচনা করো ।

৬) নিম্নলিখিত অংশটির কাব্যশৈলী বিচার করো ঃ ১৬

জাগাও শহরের প্রান্তে প্রান্তরে
ধূসর শূন্যের আজান গান ;
পাথর করে দাও আমাকে নিশ্চল
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক ।

না কি এ শরীরের পাপের বীজাণুতে
কোনোই ত্রাণ নেই ভবিষ্যের ?
আমারই বর্বর জয়ের উল্লাসে
মৃত্যু ডেকে আনি নিজের ঘরে ?

না কি এ প্রাসাদের আলোর ঝল্‌সানি
পুড়িয়ে দেয় সব হৃদয় হাড়
এবং শরীরের ভিতরে বাসা গড়ে
লক্ষ নির্বোধ পতঙ্গের ?

আমারই হাতে এত দিয়েছ সম্ভার
জীর্ণ করে ওকে কোথায় নেবে ?
ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক ।

অথবা

আর একটু পরেই প্রতিটি মরা খাল-বিল-পুকুর
কানায় কানায় ভরে উঠবে আমার মায়ের চোখের মতো ।
প্রতিটি পাথর ঢেকে যাবে উদ্ভিদের সবুজ চুম্বনে ।
ওড়িশির ছন্দে ভারতনাট্যমের মুদ্রায়
সাঁওতালি মাদলে আর ভাঙরার আলোড়নে
জেগে উঠবে তুমুল উৎসবের রাত ।

সেই রাতে
সেই তারায় তারায় ফেটে পড়া মেহফিলের রাতে
তোমরা ভুলে যেও না আমাকে
যার ছেঁড়া হাত, ফাঁসা জঠর, উপড়ে আনা কল্‌জে
ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু, রক্ত, ঘাম
মাইল - মাইল অভিমান আর ভালবাসার নাম
স্বদেশ
স্বাধীনতা
ভারতবর্ষ ।